সাউথইস্ট ব্যাংক শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান-২০১০

২৩ মে, ২০১০, রবিবার, বঙ্গবন্ধু কনভেনশন সেন্টার, সকাল ১০-১৫টা

প্রধান অতিথি ড. আতিউর রহমান

গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ভাষণ।

সম্মানিত চেয়ারম্যান

(সাউথইস্ট ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ), মার্চেন্ট ব্যাংকিং প্রধান Mr. F.A. Siddiqui, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, শিক্ষা বৃত্তি প্রকল্প, সাউথইস্ট ব্যাংক ফাউন্ডেশন, Prof. Ayesha Shirin, ব্যাংক নির্বাহীবৃন্দ, শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী,
সমাগত অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ, সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ-আস্‌সালামু আলাইকুম/শুভ সকাল।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন গভর্নর হিসেবে আমার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ ব্যাংক ভিন্ন মাত্রায় নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পথচলা শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের মুখবন্ধে লাইনগুলোর শেষের অংশটিকে নিয়ে আমি দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড়ো স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়েছি। আমার কথা হলো দেশের বড়ো অংশ মানুষ যেখানে গ্রামে বাস করে তাদেরকে, দেশে যেসব গরীব মানুষ আছে তাদেরকে যদি ব্যাংকের সেবায় আনতে না পারি তা হলে দেশের স্বার্থ কীভাবে দেখা হবে!

সেই লক্ষ্যে চলতি বছরে রেকর্ড পরিমাণ এগার হাজার পাঁচশত কোটি টাকার কৃষি ঋণ লক্ষ্যমাত্রা, চব্বিশ হাজার কোটি টাকার এসএমই খাতে ঋণ লক্ষ্যমাত্রা, কৃষকের ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ, বর্গাচাষী, পাটচাষী, গৃহায়ন, নবায়নযোগ্য পাওয়ার স্কীম, ইইএফ ফান্ড ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করার মতো সাফল্য অর্জন করেছি। ইতোমধ্যে সাতাশি লক্ষ কৃষক নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নের যাত্রায় **রোড শো**'র মতো জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মকান্ডকে আমরা উৎসাহিত করেছি। ফলে জনস্বার্থে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার নিয়ে পুরো ব্যাংকিং সম্প্রদায় এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে।

অটোমেডেট ক্লিয়ারিং হাউজ, পেমেন্ট সিস্টেম, সিআইবি অন-লাইন, ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-টেন্ডারিং, ই-চিকিৎসা, ই-রিক্রুটমেন্ট, মোবাইল ব্যাংকিং, সিস্টেম ইনটিগ্রেশন ডাটা ওয়্যার হাউজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সহযোগী সকল ব্যাংক নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। দেশে গরীববান্ধব, জনহিতৈষী ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমার মনে হয় ব্যাংকের ওপর মানুষের আস্থা প্রতিদিনই বাড়ছে। আশা করি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে এদেশের ব্যাংকিং সম্প্রদায় এই আস্থাকে পুঁজি করে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সদা-সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরই CSR কর্মকান্ডকে আরো focused এবং উৎপাদনশীল করার জন্যে ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, সঠিকভাবে নির্বাচিত এবং সুসম্পাদিত CSR কার্যক্রম দীর্ঘমেয়াদে একটি ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান সুসংহতকরণ, পরিবেশগত নিরাপত্তা বিধান, প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দরদ, আনুগত্য ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাস, বাজারে অবস্থানগত উন্নয়ন, বাজার খ্যাতি অর্জন এবং সম্ভাব্য গ্রাহকভিত্তির প্রসার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি একটি নতুন ব্র্যান্ডিং কৌশলও বটে। সঠিকভাবে নির্বাচিত CSR কার্যক্রম বিরাজমান বাজার পার্থক্য ও বাজার ব্যর্থতা (যেমন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এবং কৃষকদের জন্য অপ্রতুল ঋণ) নিরসনেও সহায়তা করতে পারে। যারা প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতিতে সেবা পেতে বাধাগ্রস্ত হন তাদের জন্যে পথের সেই বাধা দূর করার মতো সুচিন্তিত নীতি উদ্যোগও এক ধরনের CSR কর্মকান্ড বলা যায়। ব্যাংকিং খাতকে আরো মানবিক করার অন্যতম এক উপায় হিসেবেও এই ধরনের নীতি অগ্রাধিকারকে দেখা সম্ভব।

তবে সন্তুষ্টি প্রকাশ করা যায় এজন্য যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় (সিএসআর) ভুমিকা রাখতে আমাদের ব্যাংকিং খাত এখন অনেক বেশি উজ্জীবিত। পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই যে, এ দেশের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ২০০৯ এ সিএসআর কার্যক্রমে ব্যয় করেছে প্রায় ৫৫৪ মিলিয়ন টাকা, ২০০৮ এর তুলনায় ৩৫% বেশি। তবে একথাও ঠিক, কতিপয় ব্যাংক এখনো সিএসআর কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হয়নি। ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি তাদের রিয়েল সেক্টর কর্পোরেট ক্লাইন্টদের মাঝে বেশি মাত্রায় সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করে সৃজনশীল/সকলের অংশগ্রহণমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাংকের সাথে সাথে বিদেশি ব্যাংকগুলোকেও আরো বেশি মাত্রায় সিএসআর কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।

সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সামাজিক পুঁজির উত্থানের মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন ও ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে নিজের পায়ের ওপর ভর করতে হবে।” তাঁর সকল চিন্তার ভেতর মানুষের ওপর বিশ্বাস রাখার বিষয়টিই ছিল মূখ্য। সেই মানুষকে ভরসার পরিবেশ দিতে পারলেই তার অভাব ঘুচে যাবে। তাঁর মতে, “ সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ; যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন।” আমাদের ব্যাংকিং খাত ইচ্ছে করলে এই ভরসার পরিবেশ ও সুবিধে বঞ্চিতদের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে সুচিন্তিত নীতি অগ্রাধিকার ও সিএসআর কার্যক্রম জোরদার করতে সক্ষম বলে আমি বিশ্বাস করি।

শিক্ষার্থীগণ, দারিদ্র্য আর শত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাফল্যের বস্তুনিষ্ঠ স্বীকৃতিস্বরূপ **সাউথইস্ট ব্যাংক শিক্ষাবৃত্তি** প্রাপ্তির জন্য তোমরা যারা মনোনীত হয়েছ, সেসব **লেখনির তরুণ যোদ্ধাদেরকে** আমি বলতে চাই, “প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানব সম্পদে তোমাদেরকে সমৃদ্ধ হতে হবে।” তোমরা সুশিক্ষিত হও, সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা আরো গতিশীল করো । তোমরা নিজেদেরকে সৎ, নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও পরিশ্রমী মানব সম্পদে পরিণত করার এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করো। তোমাদেরকে এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। লেখাপড়ায় সর্বদা মনোযোগী থাকবে। কোনো অবস্থাতেই যেন তোমাদের result বর্তমানের চেয়ে খারাপ না হয়।

দেশমাতৃকার মুখে হাসি ফোটানোর স্বার্থে আমাদের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে এবং স্বদেশকে দারিদ্র্য নামের কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই আমি আশা করবো, শিক্ষার্থীরা তোমরা শত প্রতিকূলতাকে জয় করো, প্রতিযোগী মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠে শুধু দেশ নয়, পৃথিবীব্যাপী তোমরা মেধার প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কর এবং তোমরা সফল হও; নিজে বাঁচ এবং দেশকে বাঁচাও। শত কষ্টের মাঝেও অপরিসীম চেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকার করে দেশের আগামী ভবিষ্যৎ, মেধাবী সন্তান লালন করার জন্য আমি সম্মানিত অভিভাবক/মাতা-পিতাগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর ধন্যবাদ জানাই সাউথইস্ট ব্যাংককে শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার জন্যে। আমাদের উন্নয়নের যাত্রায় এই সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সুধীবৃন্দ, আমরা জানি, উন্নত সুশিক্ষা মানব জীবনের পূর্ণতা আনে। একমাত্র শিক্ষাই মানুষের প্রাণশক্তি, আত্ম-প্রত্যয় আর সামগ্রিক জাগরণ সৃষ্টি করে সকল জরা-জীর্ণ প্রথা খড়-কুটোর মতো ভাসিয়ে দিতে পারে। উন্নয়নশীল বাংলাদেশে মেধাবী শিক্ষার্থী লালন জাতি গঠনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে আমি উল্লেখ করতে চাই। শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের এই মহৎ অভিযাত্রায় সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড প্রথম বারের মতো শামিল হয়েছে। তাঁরা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৯০ জন দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে ৪৭টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ২৯টি। তারা সিএসআর ধারণাকে নীতিগত পর্যায়ে গ্রহণ করে এভাবে শিক্ষাবৃত্তি চালু করলে প্রতি বছর বেরিয়ে আসা সকল দরিদ্র মেধাবীদের বৃত্তি সংস্থান হওয়া অমূলক নয়। বাংলাদেশের ব্যাংকিং কমিউনিটি সামাজিক দায়বদ্ধ এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজটি করার জন্যে আন্তরিকভাবেই এগিয়ে আসছে দেখে আমি বেশ খানিকটা আশ্বস্ত।

তবে আরো অনেকটা পথ আমাদের পেরোতে হবে। এখনও অনেক তরুণ-তরুণী শুধুমাত্র অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। তাদের সবার জন্যেই এ সুযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে।
সবশেষে, আমি আরেকটি সন্তুষ্টির কথা জানাতে চাই। আমি জেনে খুবই খুশী হয়েছি যে, সাউথইস্ট ব্যাংক আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি প্রয়াত শামসুর রাহমানের দুই নাতনীকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। সেই বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানোর উদ্যোগ নেবেন। কবি পত্নীর জন্যেও বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করবেন বলে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জানিয়েছেন।

আবারও, এ জনহিতৈষী বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সাউথইস্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

সবার জন্য রইল আমার শুভ কামনা।